www.bcsourgoal.com.bd

বিসিএস পরীক্ষা (BCS Exam)কি?

১) বিসিএস পরীক্ষা জিনিসটা কি? খায় না মাথায় দেয়?

উত্তরঃ বিসিএস এর পুরো অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস, আর বিসিএস পরীক্ষা হচ্ছে এই সিভিল সার্ভিসে ঢোকার জন্যে যে পরীক্ষা সেটা।

২) সিভিল সার্ভিস জিনিসটা কি?

উত্তরঃ সিভিল সার্ভিস হচ্ছে সরকারী চাকুরি। যে কোন দেশে সরকারী চাকুরি মোটামুটি দু ভাগে বিভক্তঃ মিলিটারি আর সিভিল। মিলিটারি বলতে আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স বোঝায়, আর সিভিল সার্ভিস বলতে প্রশাসন (মানে যাঁরা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলার ডিসি, মন্ত্রনালয়ের সচিব এসব হন) পুলিশ, ট্যাক্স, পররাষ্ট্র, কাস্টমস, অডিট, শিক্ষা ইত্যাদি ২৭ টি সার্ভিসকে বোঝায়। এছাড়া জুডিশিয়াল সার্ভিস আছে, বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আছে- তাঁদের এ আর্টিকেল থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

৩) ক্যাডার মানে কি?

উত্তরঃ ক্যাডার মানে হচ্ছে কোন সুনির্দিষ্ট কাজ করার জন্যে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি দল। সরকারী চাকুরির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে নিয়োগপ্রাপ্তদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়, তাই এদের সিভিল সার্ভিস ক্যাডার বা বিসিএস ক্যাডার বলা হয়। উল্লেখ্য, এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রধারী সন্ত্রসী বা দলীয় ক্যাডারের কোন সম্পর্ক নেই।

৪)বিসিএস অফিসারদেরকে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার বলা হয় কেন?

উত্তরঃ বাংলাদেশ সরকারের চাকুরিতে চারটি শ্রেণি আছে, যার সর্বোচ্চ শ্রেণিটাকে বলা হয় প্রথম শ্রেণি বা ফার্স্ট ক্লাস। এদের নিয়োগের সময় সরকারী গেজেট বা বিজ্ঞপ্তি বের হয়, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। সামগ্রিক দিক বিবেচনায় মান মর্যাদা, দায়িত্ব-কর্তব্যের পরিধি এবং সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসারগণ তুলনামূলক ভালো অবস্থানে থাকেন।

৫) ক্যাডার কত প্রকার?

উত্তরঃ বিসিএস ক্যাডার মূলতঃ দুই প্রকার। জেনারেল (পুলিশ, এডমিন, পররাষ্ট্র ইত্যাদি) এবং টেশনিকাল (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সড়ক ও জনপদ ইত্যাদি) জেনারেল ক্যাডারে যে কেউ যে কোন সাবজেক্ট থেকে পরীক্ষা দিয়ে চাকুরি করতে পারেন, কিন্তু টেকনিকাল ক্যাডারে চাকুরি করতে হলে নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা লাগবে। যেমন , এমবিবিএস/ বিডিএস ডিগ্রি ছাড়া কেউ সরকারী ডাক্তার হয়ে চাকুরি করতে পারবেন না।

৬) বিসিএস পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা কি?

উত্তরঃ বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে, নির্দিষ্ট বয়সসীমার ভেতরে বয়স থাকতে হবে, যে কোন বিষয়ে চার বছরের অনার্স বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। তিন বছরের অনার্স ও এক বছরের মাস্টার্স করা প্রার্থীরাও পরীক্ষা

www.bcsourgoal.com.bd

দিতে পারবেন।বিদেশে পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীরাও শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে তাদের ডিগ্রি বাংলাদেশের চার বছরের ডিগ্রির সমান- এই সার্টিফিকেট দেখিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৬) কোঠা পদ্ধতি কি?

উত্তর: কোটা চূড়ান্তমেধা তালিকায় ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়, কোটা প্রার্থীদের পছন্দ এবং পোস্টের প্রাপ্যতা মেলানোর জন্য সংরক্ষিত।

কোটা বণ্টন শতাংশ নিম্নরূপ:

১) মেরিট ৪৫%

২) বিবিধ- ৫৫%

ক) মুক্তিযোদ্ধা বা কন্যাগণ/ মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধা নাতি সন্তান ৩০%

খ) মহিলা ১০%

গ) আদিবাসী ৫%

ঘ) জেলা কোটা ১০%

আসুন এইবার একটু পরিসংখ্যান এর দিকে তাকাই , ৩১ তম বিসিএস পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্বা কোটায় সংরক্ষিত আসন ছিল ৮৬৫ টি, ৩২ তম পরীক্ষায় ছিল ২২০২ টা, এবং ৩৩ তম তে ছিল ২৭০২ টি এবং এর মধ্যে ৩১ তম তে পরীক্ষার পর আসন ফাঁকা ছিল ৫৪৩ টা (৬৩ %), ৩২ তম তে খালি ছিল ৮১৭ (৩৭%) টা এবং ৩৩ তম তে খালি ছিল ২২৭৭ টা (৮৪%) । সামগ্রিকভাবে কোটায় সংরক্ষিত আসনের মধ্যে ৩১ তম পরীক্ষায় প্রায় ৪৮ ভাগ, ৩২তম পরীক্ষায় ৪০ ভাগ , ৩৩ তম পরীক্ষায় প্রায় ৬১ ভাগ আসন ফাকা ছিল (BPSC Annual Report 2012 and 2013) ।

এইখান থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কোটার জন্যে যে আসন বরাদ্ধ থাকে তার অর্ধেকেই ফাকা রাখতে হয় যোগ্য প্রার্থী না পবার কারণে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা এখন হয়ে গেছে একটা রাজনৈতিক এজেন্ডা, যেখানে কোটা পদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং সময়োপযোগী করা এখন সময়ের দাবি সেইখানে কিছুদিন আগে এইটা সংস্কার করে বলা হয়েছে যে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান না পাওয়া গেলে নাতি পুতি দিয়ে এই কোটা পুরণ করা হবে । অথচ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে মেধাভিত্তিক নিয়োগ এবং প্রমোশন জনপ্রশাসনের কাজের গতি বাড়িয়ে দেয় এবং সেখানে আমরা মেধাহীনদের প্রাধান্য দিয়ে একটা অথর্ব জনপ্রশাসন তৈরি করছি । এইটা স্পষ্টত মেধাবীদের প্রতি একধরনের অবিচার এবং এই সিস্টেম মেধাবীদের পাবলিক সার্ভিস এ ঢোকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা । আর একটি গবেষনার প্রাপ্ত তথ্য মতে, শতকরা প্রায় ৭২ % ভাগ কারেন্ট সিভিল সারভেন্ট মনে করেন যে বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ না এবং এইটার পরিবর্তন দরকার এবং ৮০ ভাগ প্রসপেক্টিভ সিভিল সারভেন্ট মনে করেন যে শতকরা ৬০- ৮০ ভাগ পোস্ট মেধা ভিত্তিক হওয়া দরকার ।